তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

অষ্টাদশ খন্ড (আম্মা পারা)
(সূরা ৭৮ ঃ নাবা থেকে সূরা ১১৪ ঃ নাস)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
www.tafsiribnkathir.com

© সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ সংস্করণ ঃ
রবিউস সানী ১৪৩৬ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ২০১৫ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ২০০/- মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী'আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬
obdraj@gmail.com

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন'আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা 'আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা'দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু'মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)

২৪। সূরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ১৮)
২৫। সূরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৯)
২৬। সূরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১৯)
২৭। সূরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৯-২০)
২৮। সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২০)
১৯। সূরা আনকাবূত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২০-২১)
৩০। সূরা রূম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২১)
৩১। সূরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২১)
৩২। সূরা সাজদাহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২১)
৩৩। সূরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২১-২২)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৩৪। সূরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২২)
৩৫। সূরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২)
৩৬। সূরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২-২৩)
৩৭। সূরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৮। সূরা সা'দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৯। সূরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ২৩-২৪)
৪০। সূরা গাফির বা মু'মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২৪)
৪১। সূরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২৪-২৫)
৪২। সূরা শূরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৫)
৪৩। সূরা যুখরূফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২৫)
৪৪। সূরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৫)
৪৫। সূরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৫)
৪৬। সূরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৭। সূরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৮। সূরা ফাত্‌হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)

৮। সপ্তদশ খন্ড

৪৯। সূরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৬)
৫০। সূরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬)
৫১। সূরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬-২৭)
৫২। সূরা তূর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৭)

৫৩। সূরা নাজম, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৪। সূরা কামার, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৫। সূরা আর রাহমান, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৬। সূরা ওয়াকিয়া, ৯৬ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৭। সূরা হাদীদ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৭)
৫৮। সূরা মুজাদালা, ২২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮)
৫৯। সূরা হাশর, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮)
৬০। সূরা মুমতাহানা, ১৩ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬১। সূরা সাফ্‌ফ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬২। সূরা জুমু'আ, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৩। সূরা মুনাফিকূন, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৪। সূরা তাগাবূন, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৫। সূরা তালাক, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৬। সূরা তাহরীম, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৭। সূরা মুল্‌ক, ৩০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৬৮। সূরা কালাম, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৬৯। সূরা হাক্কাহ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭০। সূরা মা'আরিজ, ৪৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭১। সূরা নূহ, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭২। সূরা জিন, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৩। সূরা মুযযাম্মিল, ২০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৪। সূরা মুদদাসসির, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৫। সূরা কিয়ামাহ, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৬। সূরা দাহর বা ইনসান, ৩১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৭। সূরা মুরসালাত, ৫০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)

৯। অষ্টাদশ খন্ড

৭৮। সূরা নাবা, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০)
৭৯। সূরা নাযিয়াত, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০)
৮০। সূরা আবাসা, ৪২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮১। সূরা তাকভির, ২৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮২। সূরা ইনফিতার, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)

৮৩। সূরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৪। সূরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৫। সূরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৬। সূরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৭। সূরা 'আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৮। সূরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৯। সূরা ফাজ্‌র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯০। সূরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯১। সূরা শাম্‌স, ১৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯২। সূরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৩। সূরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৪। সূরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৫। সূরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৭। সূরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৮। সূরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৯। সূরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০০। সূরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০১। সূরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০২। সূরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৩। সূরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৪। সূরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৫। সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৬। সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৭। সূরা মাউন, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৮। সূরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৯। সূরা কাফিরূন, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১০। সূরা নাস্‌র, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১১। সূরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১২। সূরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১৪। সূরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)

সূরা	পারা	পৃষ্ঠা
৭৮। সূরা নাবা	(পারা ৩০)	৩৭-৫৩
৭৯। সূরা নাযিয়াত	(পারা ৩০)	৫৪-৬৮
৮০। সূরা আবাসা	(পারা ৩০)	৬৯-৮১
৮১। সূরা তাকভির	(পারা ৩০)	৮২-৯৭
৮২। সূরা ইনফিতার	(পারা ৩০)	৯৮-১০৫
৮৩। সূরা মুতাফফিফিন	(পারা ৩০)	১০৫-১১৯
৮৪। সূরা ইনসিকাক	(পারা ৩০)	১২০-১২৮
৮৫। সূরা বুরূজ	(পারা ৩০)	১২৯-১৪২
৮৬। সূরা তারিক	(পারা ৩০)	১৪২-১৪৭
৮৭। সূরা 'আলা	(পারা ৩০)	১৪৮-১৫৭
৮৮। সূরা গাসিয়া	(পারা ৩০)	১৫৭-১৬৮
৮৯। সূরা ফাজ্‌র	(পারা ৩০)	১৬৯-১৮২
৯০। সূরা বালাদ	(পারা ৩০)	১৮৩-১৯২
৯১। সূরা শাম্‌স	(পারা ৩০)	১৯৩-২০১
৯২। সূরা লাইল	(পারা ৩০)	২০২-২১১
৯৩। সূরা দুহা	(পারা ৩০)	২১২-২১৯
৯৪। সূরা ইনসিরাহ	(পারা ৩০)	২২০-২২৩
৯৫। সূরা তীন	(পারা ৩০)	২২৩-২২৭
৯৬। সূরা আলাক	(পারা ৩০)	২২৭-২৩৬
৯৭। সূরা কাদর	(পারা ৩০)	২৩৬-২৪৪
৯৮। সূরা বাইয়িনা	(পারা ৩০)	২৪৪-২৫১
৯৯। সূরা যিলযাল	(পারা ৩০)	২৫১-২৫৭
১০০। সূরা আদিয়াত	(পারা ৩০)	২৫৮-২৬১
১০১। সূরা কারিয়াহ	(পারা ৩০)	২৬১-২৬৫
১০২। সূরা তাকাছুর	(পারা ৩০)	২৬৫-২৭০
১০৩। সূরা আসর	(পারা ৩০)	২৭০-২৭২
১০৪। সূরা হুমাযাহ	(পারা ৩০)	২৭৩-২৭৫
১০৫। সূরা ফীল	(পারা ৩০)	২৭৬-২৮৮
১০৬। সূরা কুরাইশ	(পারা ৩০)	২৮৮-২৯০
১০৭। সূরা মাউন	(পারা ৩০)	২৯১-২৯৪
১০৮। সূরা কাওছার	(পারা ৩০)	২৯৫-৩০০
১০৯। সূরা কাফিরূন	(পারা ৩০)	৩০১-৩০৪
১১০। সূরা নাস্‌র	(পারা ৩০)	৩০৫-৩০৯
১১১। সূরা লাহাব বা মাসাদ	(পারা ৩০)	৩১০-৩১৫
১১২। সূরা ইখলাস	(পারা ৩০)	৩১৫-৩২৬
১১৩। সূরা ফালাক	(পারা ৩০)	৩২৬-৩২৯
১১৪। সূরা নাস	(পারা ৩০)	৩৩০-৩৩৩

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
* প্রকাশকের আরয	১৭
* অনুবাদকের আরয	১৯
* ইমাম ইব্‌ন কাসীরের জীবনী	২৫
* অনুবাদক পরিচিতি	৩৩
* কিয়ামাত সম্পর্কে মূর্তিপূজকদের অস্বীকৃতি এবং এ ব্যাপারে হুশিয়ারী	৩৮
* কিয়ামাত দিবসে বিচার করাসহ আল্লাহর ক্ষমতার উদাহরণ	৩৯
* প্রতিফল দিবসের বর্ণনা	৪৪
* আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার	৪৯
* পূর্বানুমতি ছাড়া মালাইকাসহ কেহই আল্লাহর কাছে কথা বলার সাহস পাবেনা	৫১
* বিচার দিবস অতি নিকটে	৫৩
* পাঁচটি বিষয়ের শপথ নিয়ে কিয়ামাতের অবশ্যম্ভাবিতা বর্ণনা	৫৫
* বিচার দিবস এবং ঐ দিন মানুষের বাক্যালাপ	৫৬
* মূসার (আঃ) ঘটনায় আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয়	৬০
* আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার চেয়ে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা খুবই সহজ	৬৩
* বিচার দিবসের বর্ণনা এবং উহা কবে হবে তা সবার অজানা	৬৭
* সাহাবীকে ভ্রুকুঞ্চন করার জন্য রাসূলকে (সাঃ) ভর্ৎসনা	৭০
* আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য	৭২
* মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের অস্বীকার-কারীদেরকে নিন্দা জ্ঞাপন	৭৪
* বীজ অঙ্কুরসহ অন্যান্য সবকিছু মৃত্যুর পর আবার জীবিত করার উদাহরণ	৭৬
* কিয়ামাত দিবস এবং মানুষের স্বজনদের থেকে পলায়নের চেষ্টা	৭৯
* বিচার দিবসে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চেহারার বর্ণনা	৮১
* সূরা তাকভীর সম্পর্কে আলোচনা	৮২
* বিচার দিবসের বর্ণনা	৮৩
* নক্ষত্র খসে পড়ার বর্ণনা	৮৩
* পাহাড়, পশু-পাখি ও বন্য প্রাণীর ভয়াবহ অবস্থা	৮৪
* সমুদ্রে অগ্নিবান	৮৬
* রূহসমূহের একত্রে মিলিত হওয়া	৮৬

* কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করা হবে ৮৭
* কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কাবর দেয়ার কাফফারা ৮৮
* 'আমলনামা পেশ করা হবে ৮৯
* আকাশকে সরিয়ে দিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামকে কাছে নিয়ে আসা হবে ৮৯
* বিচার দিবসে সবাই জানতে পারবে কে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে ৮৯
* 'খুন্নাস' ও 'কুন্নাস' এর অর্থ ৯১
* জিবরাঈল (আঃ) কুরআনের বাণীসহ অবতরণ করতেন ৯৩
* রাসূল (সাঃ) কোন বানোয়াট কথা বলেননি ৯৫
* কুরআন শাইতানের কোন বাণী নয়, বরং বিশ্ববাসীর প্রতি বার্তা ৯৬
* সূরা ইনফিতার এর বৈশিষ্ট্য ৯৮
* বিচার দিবসে কি ঘটবে ১০০
* আদম সন্তানদের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে সতর্কী করণ ১০২
* মু'মিন ও কাফিরদের কর্মফলের প্রতিদান ১০৩
* মাপে ও ওযনে কম দেয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ ১০৬
* ওযনে কম দানকারীকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন ১০৭
* পাপাচারীদের 'আমল এবং তাদের পরিণতি ১১০
* সৎ 'আমলকারীদের 'আমলনামা এবং তাদের উত্তম প্রতিদান প্রসঙ্গ ১১৪
* মু'মিনদের প্রতি পাপীদের বিদ্রুপাত্মক আচরণ ও ব্যঙ্গাত্মক উক্তি ১১৮
* এ সূরায় (নং ৮৪) সাজদাহর আয়াত পাঠ ১২০
* আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যমীনকে প্রসারিত করা হবে ১২২
* প্রতিটি 'আমলেরই অবশ্যই প্রতিদান দেয়া হবে ১২৩
* কিয়ামাত দিবসে 'আমলনামা দেয়ার বর্ণনা ১২৪
* মানুষের জীবন-পথের বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করে আল্লাহর শপথ ১২৬
* অবিশ্বাসীদের শাস্তিদানের সুসংবাদ ও মু'মিনদের জন্য আল্লাহর অবারিত দান ১২৭
* বুরূজ শব্দের অর্থ ১৩০
* প্রতিশ্রুত দিনের বর্ণনা ১৩১
* কাফির কর্তৃক মুসলিমদেরকে অগ্নিকুন্ডে শাস্তিদানের ঘটনা ১৩১
* বিস্ময়কর বালক, যাদুকর ও সাধকের বর্ণনা ১৩২
* পরিখা খননকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির বর্ণনা ১৩৮
* সৎ 'আমলকারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন উত্তম প্রতিদান এবং কাফিরদের জন্য কঠিনতম শাস্তি ১৪০

* সূরা 'তারিক' এর গুরুত্ব ১৪২
* আল্লাহর বিভিন্ন অভূতপূর্ব সৃষ্টির শপথ গ্রহণ ১৪৪
* মানুষকে সৃষ্টি করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম ১৪৪
* বিচার দিবসে মানুষের পক্ষে কেহকে সাহায্য করার অনুমতি থাকবেনা ১৪৫
* আল কুরআনের সত্যতা এবং একে অমান্যকারীর শাস্তির প্রতিশ্রুতি ১৪৬
* সূরা আল-'আলা'র মর্যাদা ১৪৮
* আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার আদেশ ১৫০
* আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবের জন্য পরিমিত করে সৃষ্টি করেছেন ১৫১
* রাসূল (সাঃ) অহীর কোন কিছুই ভুলে যাননি ১৫২
* মানুষদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য আল্লাহর তা'আলার আদেশ ১৫২
* আল্লাহর বান্দার কামিয়াবী হওয়ার দিক নির্দেশনা ১৫৫
* পরকালের তুলনায় ইহকালের জীবন নিতান্তই মূল্যহীন ১৫৬
* ইবরাহীম (আঃ) এবং মূসাকে (আঃ) সহীফা প্রদান করা হয়েছিল ১৫৬
* জুমু'আর সালাতে সূরা 'আলা এবং গাসিয়া পাঠ করা ১৫৭
* বিচার দিবসে জাহান্নামীদের প্রতি আচরণ ১৫৮
* বিচার দিবসে জান্নাতীদের বর্ণনা ১৬১
* আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করার জন্য তাঁর সৃষ্ট আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বতের দিকে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে ১৬৪
* 'যিমাম ইব্‌ন শালাবাহ' এর বিবরণ ১৬৫
* রাসূলের (সাঃ) দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া ১৬৭
* সত্যপথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন ১৬৮
* সালাতে সূরা ফাজর তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গ ১৬৯
* ফাজর শব্দের ব্যাখ্যা ১৭১
*রাতের শপথের ব্যাখ্যা ১৭২
* আ'দ জাতি ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা ১৭৩
* ফির'আউনের বর্ণনা ১৭৫
* মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ সবই পর্যবেক্ষণ করছেন ১৭৬
* সম্পদশালী, নিঃস্ব হওয়া কিংবা সম্মান-প্রতিপত্তি সবই পরীক্ষা স্বরূপ ১৭৭
* শাইতানের প্ররোচনায় মানুষ সম্পদের অপব্যবহার করে ১৭৮
* বিচার দিবসে ফায়সালা হবে পার্থিব জীবনের ভাল-মন্দ 'আমলের উপর ১৮০

* মানব সন্তানকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে ১৮৪
* আল্লাহর রাহমাত ও নি'আমাতরাজী দ্বারা মানুষ পরিব্যাপ্ত ১৮৬
* ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতাও আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাত ১৮৬
* সঠিক পথে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান ১৮৮
* বাম হাতে 'আমলনামা প্রাপ্তদের অবস্থা ১৯২
* আল্লাহ তা'আলার থেকে আশাবাদ সৎ 'আমলকারীদের জন্য এবং সাবধান বাণী খারাপ 'আমলকারীদের জন্য ১৯৪
* ছামূদ জাতির সত্য প্রত্যাখানের পরিণাম ২০০
* সালিহর (আঃ) কওমের উষ্ট্রীর ঘটনা ২০১
* বিভিন্ন প্রাণীর উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার শপথ করণ ২০৩
* হিদায়াত দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহদ্রোহীদের পরিণাম ২০৮
* এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এবং আবূ বাকরের (রাঃ) মর্যাদা ২১০
* সূরা দুহা নাযিল করার কারণ ২১৩
* ইহকালের তুলনায় পরকালের নি'আমাত অনেক উত্তম ২১৪
* আল্লাহ তা'আলার নাবীর (সাঃ) জন্য পরকালে অসংখ্য নি'আমাত জমা করে রাখা হয়েছে ২১৬
* রাসূলের (সাঃ) প্রতি আল্লাহ সুবহানাহুর দেয়া কতিপয় নি'আমাত ২১৬
* আল্লাহর দেয়া নি'আমাতের কিভাবে শোকর আদায় করতে হবে ২১৮
* বক্ষ উম্মুক্ত করে দেয়ার অর্থ ২২০
* রাসূলের (সাঃ) সম্মান সমুন্নত করার অর্থ ২২১
* কষ্টের পরেই রয়েছে শান্তি! ২২২
* সময় পেলেই আল্লাহকে স্মরণ করার আদেশ ২২২
* সূরা তীন এর বর্ণনা ২২৪
* মানুষকে সুন্দরতম করে সৃষ্টি করলেও তারা হয় নিকৃষ্ট স্থানের বাসিন্দা ২২৫
* নবুওয়াতের শুরু এবং কুরআনের প্রথম আয়াত ২২৮
* মানুষের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'আলারই জানা ২৩০
* অর্থ সম্পদের জন্য মানুষের সীমা অতিক্রম করায় ভয় প্রদর্শন ২৩২
* অভিশপ্ত আবূ জাহলের সালাতে বাধা দান এবং ওর পরিণতি ২৩৩
* রাসূলের (সাঃ) জন্য আনন্দ ২৩৫
* কাদরের রাতের মর্যাদা ২৩৭
* কাদরের রাতে মালাইকার উপস্থিতি এবং উত্তম বিষয়ের অবতরণ ২৩৯

* মর্যাদাপূর্ণ রাত কোন্‌টি এবং উহার লক্ষণ ২৪
* কাদ্‌রের রাতে পঠিতব্য দু'আ ২৪৩
* রাসূল (সাঃ) উবাই ইব্‌ন কা'বকে সূরা বাইয়্যিনাহ পাঠ করতে বলেন ২৪৪
* মূর্তিপূজক ও আহলে কিতাবদের বর্ণনা ২৪৬
* কিতাব প্রাপ্তির পর মতভেদের সূচনা ২৪৭
* আল্লাহর নির্দেশ হল পরিপূর্ণভাবে তাঁরই জন্য ইবাদাত করতে হবে ২৪৭
* সৃষ্টির অধম ও উত্তমদের বর্ণনা এবং তাদের কাজের প্রতিদান ২৪৯
* সূরা যিলযালাহর ফাযীলাত ২৫১
* বিচার দিবসে পৃথিবী এবং ওর মানুষের অবস্থা কিরূপ হবে ২৫৩
* ছোট-বড় প্রতিটি কাজের প্রতিদান দেয়া হবে ২৫৫
* জিহাদের ঘোড়া এবং সম্পদের প্রতি মানুষের আসক্তির বর্ণনা ২৫৯
* পরকালের ব্যাপারে হুশিয়ারী ২৬১
* দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতার পরিণাম ২৬৬
* জাহান্নামের আযাব ও জবাবদিহিতার ভয় প্রদর্শন ২৬৭
* আমর ইবনুল আসের (রাঃ) কুরআনের মুজিযা প্রত্যক্ষ করণ ২৭০
* হস্তী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ২৭৭
* রাসূলের (সাঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারী নির্বংশ ২৯৯
* নাফল সালাতে সূরা কাফিরুন (সূরা নং ১০৯) পাঠ করা প্রসঙ্গ ৩০১
* শির্ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার প্রসঙ্গ ৩০২
* সূরা 'নাসর' এর ফাযীলাত ৩০৫
* সূরা 'নাসর' রাসূলের (সাঃ) জীবনাবসানের বার্তা বহন করে ৩০৬
* সূরা লাহাব নাযিল হওয়ার কারণ এবং রাসূলের (সাঃ) প্রতি আবূ লাহাবের ঔদ্ধ্যততা ৩১০
* আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের আবাস স্থল জাহান্নাম ৩১২
* রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) আবূ লাহাবের স্ত্রীর কষ্ট দেয়া ৩১৩
* সূরা ইখলাসের ফাযীলাত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস ৩১৫
* সূরা ইখলাসের মর্যাদা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান ৩১৭
* আল্লাহ তা'আলা সন্তান-সন্ততি হতে পবিত্র ৩২১
* আশ্রয় প্রার্থনা করার দু'টি সূরা ৩২৩
* সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফাযীলাত ৩২৪
* রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) যাদু করার বর্ণনা ৩২৯
* তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বিভিন্ন খন্ডে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ বিষয়সমূহ ৩৩৭

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ 'আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ 'আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান

আল্লাহর সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি 'আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) জীবনী

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত তাফসীর শাস্ত্রজ্ঞ, মুহাদ্দিস, ফাকীহ, ধর্মীয় জ্ঞান, তত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনায় বিপুল পারদর্শিতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এই মর-জগতের বুকে অমরত্ব লাভ করেছেন এবং যেসব মনীষী পবিত্র কুরআন, হাদীস তথা শাশ্বত সুন্নাহ্‌র বিজয় নিকেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তন্মধ্যে হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তাঁর প্রকৃত নাম ইসমাঈল, আবুল ফিদা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম এবং ইমাদুদ্দীন (ধর্মের স্তম্ভ) তাঁর উপাধি। সুতরাং তাঁর 'শাজরা-ই-নাসাব' বা কুলজীনামাসহ পূরা নাম ও বংশ পরিচয় হচ্ছে ঃ আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন যার আল-কারশী, আল-বাসরী, আদ্ দিমাশকী।

কিন্তু সাধারণ্যে তিনি ইব্‌ন কাসীর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ 'আল-বাসরী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে জন্মস্থান বাচক উপাধি এবং 'আদ্ দিমাশকী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বা তা'লীম ও তারবি'য়াত বাচক উপাধি।

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা ঃ

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) সিরীয়া প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর বাসরার অধীন মাজদাল নামক মহল্লায় ৭০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌ন কাসীরের জন্মের সময়ে তাঁর পিতা সেই অঞ্চলের খতীব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চার বছর বয়সে শিশু ইব্‌ন কাসীরের স্নেহময় পিতা শিহাবুদ্দীন উমার ৭০৫ হিজরী মুতাবিক ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শাইখ আবদুল ওয়াহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) শিক্ষকবৃন্দ

তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন। অতঃপর শাইখ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রাহমান ফাযারী (মৃত্যু ৭২৯ হিজরী/১৩২৮ খৃষ্টাব্দ) এবং শাইখ কামালুদ্দীন ইব্‌ন কাযী শুহবার কাছে ফিকাহ শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন।

মুহাদ্দিস হাজ্জার ছাড়া তাঁর সমসাময়িক যেসব মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইমাম ইব্‌ন কাসীর একাগ্র চিত্তে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ

১) বাহাউদ্দীন ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুযাফ্‌ফর ইব্‌ন আসাকির (মৃত্যু ৭২৩ হিজরী/১৩২৩ খৃষ্টাব্দ)

২) শাইখুয্ যাহিরিয়া আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহিয়া আল আমিদী (মৃত্যু ৭২৫ হিজরী/১৩২৪খৃষ্টাব্দ)

৩) ঈসা ইবনুল মুত্‌ইম।

৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন যারাদ।

৫) বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সুয়াইদী (মৃত্যু ৭১১ হিজরী/১৩১১ খৃষ্টাব্দ)

৬) শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমাদ ইব্‌ন তাইমীয়া আল হাররানী (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী/ ১৩২৭ খৃষ্টাব্দ)।

৭) ইব্‌নুর রাযী।

৮) আহমাদ ইব্‌ন আবী তালিব (ইবনুশ শাহনাহ) (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

৯) ইবনুল হাযযার (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

১০) আলী ইব্‌ন উমার আস সুওয়াইনী

১১) আবূ মূসা আল কারাফাই

১২) আবুল ফাত্‌হ আল দাব্বুসী

১৩) ইব্‌নুর রাযী।

১৪) হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ আল মযযী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ)।

১৫) আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩২৭ খৃষ্টাব্দ।

১৬) আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশ-শীরাযী (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী/১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

হাফিয ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) উপরোক্ত মুহাদ্দিসদের মধ্যে যাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ লাভ করে উপকৃত হয়েছিলেন তন্মধ্যে 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরীয়া দেশীয় মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিয

জামালুদ্দিন ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রাহমান মিয্‌যী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার।

ইমাম ইব্‌ন কাসীরের প্রতি সমসাময়িক মনীষীদের শ্রদ্ধা নিবেদন

হাফিয শামসুদ্দীন যাআবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ) তাঁর 'আল-মুজামুল মুখতাস' এবং 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' নামক অনবদ্য গ্রন্থদ্বয়ে বলেন ঃ

'ইব্‌ন কাসীর একজন খ্যাতনামা মুফ্‌তী (ফাতওয়া প্রদানে বিশেষজ্ঞ), বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, আইন অভিজ্ঞ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, বিচক্ষণ তাফসীরকার এবং রিজাল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। হাদীসের মতন (মূল অংশ) সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ ছিল উল্লেখযোগ্য।

হাফিয হুসাইনী এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে ইমাম ইব্‌ন কাসীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ 'তিনি হাদীসের বিশিষ্ট অধ্যাপক, হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, প্রখ্যাত আলিম এবং ইমাম, বক্তৃতায় সুনিপুণ এবং বহু গুণ ও উৎকর্ষের অধিকারী।'

আল্লামা শাইখ ইব্‌ন ইমাদ হাম্বালী (মৃত্যু ১০৮৯ হিজরী/১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) ইমাম ইব্‌ন কাসীরকে (রহঃ) 'আল হাফিযুল কাবীর' বা মহান হাফিয অর্থাৎ কুরআনের শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর বলে আখ্যায়িত করেন।

অনুরূপভাবে তাঁর খ্যাতনামা প্রিয় শিষ্য আল্লামা হাফিয ইব্‌ন হজ্জি (মৃত্যু ৮১৬ হিজরী/১৪১৩ খৃষ্টাব্দ) স্বীয় শ্রদ্ধাস্পদ উস্তাদ (ইব্‌ন কাসীর) সম্পর্কে অভিমত জানাতে গিয়ে বলেন ঃ

'আমরা যেসব হাদীস শাস্ত্রজ্ঞকে পেয়েছি তন্মধ্যে তিনি (ইব্‌ন কাসীর) হাদীসের মতন বা মূল অংশ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর এবং দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে, হাদীস রিজাল শাস্ত্র জ্ঞানে ও বিশুদ্ধ-দুর্বল হাদীস নির্ধারণে ছিলেন সবার চেয়ে অভিজ্ঞ। তাঁর সমসাময়িক উলামা ও উস্তাদবৃন্দ সবাই তাঁর এই মান মর্যাদার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। তাঁর কাছে আমি বহুবার যাতায়াত করেছি, তবু এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যতবারই আমি তাঁর খিদমাতে গিয়ে উপনীত হয়েছি, প্রতিবারই কোন না কোন বিষয়ে তাঁর কাছে জ্ঞানলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি। আল্লামা হাফিয ইব্‌ন নাসিরুদ্দীন আদ্‌-দিমাশকী (মৃত্যু ৮৪২ হিজরী/১৪৩৮ খৃষ্টাব্দ) তাঁর (ইব্‌ন কাসীরের) প্রসঙ্গে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের নির্ভর, ঐতিহাসিকদের অবলম্বন এবং তাফসীর বিদ্যা বিশারদদের উন্নত ধ্বজা'। হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (৮৫২ হিজরী) তাঁর 'আদ্‌দুরারুল কামীনা' গ্রন্থে বলেন ঃ

'হাদীসের মতন বা মৌল অংশ এবং রিজাল বা চরিত-অভিধান শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি সব সময় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, আর তিনি রসিকতা-প্রিয় ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থরাজি চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে'।

তিনি যেমন ছিলেন লিখাপড়ায় অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জ্ঞান অন্বেষণে ছিলেন অত্যন্ত তৎপর, তেমনি তার ছিল ক্ষুরধার লেখনী। ফিক্‌হ, তাফসীর এবং হাদীস শাস্ত্রে তার ছিল পূর্ণ দখল। পড়ালেখার সাথে সাথে তিনি বই পুস্ত ক লিখা ও দীনের প্রচার কাজে নিজকে ব্যস্ত রেখেছিলেন।

ঐতিহাসিকগণও ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) সর্বতোমুখী প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি এবং অগাধ জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্‌ন ইমাদ (মৃত্যু ১০৯৮ হিজরী/ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) বলেন ঃ

তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও ধীশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোন বিষয়কে একবার মুখস্থ করে নিলে তাঁর বিস্মরণ খুব কমই হত। আর তিনি মেধাবীও কম ছিলেননা। আরাবী সাহিত্যও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মধ্যম পর্যায়ের কবিতাও তিনি রচনা করতেন'।

আল্লামা ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ঃ

ইব্‌ন কাসীরের স্বনাম খ্যাত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট নিবিড় সম্বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন ব্যাপারে এই শিষ্যের উপর উস্‌তাদের প্রভাববিস্তার করেছিল অতি প্রগাঢ়ভাবে। ইব্‌ন কাসীর অধিকাংশ মাস্‌য়ালায় হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার অনুসারী ছিলেন। ইব্‌ন কাযী শাহাবা স্বীয় 'তাবাকাত' গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি ইব্‌ন তাইমিয়ার মত ও পথকে পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে বিতর্ক করতেন এবং তাঁর বহু মতের অনুসরণ করতেন। তিন তালাকের মাস্‌য়ালাতেও তিনি ইব্‌ন তাইমিয়ার মতানুযায়ী ফতওয়া দিতেন। এ কারণে তাঁকে এক ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং অন্তহীন নির্যাতন যাতনা ভোগ করতে হয়।

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) রচিত গ্রন্থমালা ঃ

১। আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অমর স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে এই মরজগতের বুকে যেসব মহামূল্য ধন-সম্পদ ও বিষয় বৈভব ছেড়ে গেছেন, তন্মধ্যে তাঁর লিখিত **تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْم** 'তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম' যা 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' নামেই বেশি পরিচিত। পবিত্র কুরআনের এই সু-প্রসিদ্ধ ভাষ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ **لَمْ يُؤَلَّفْ عَلَى نَمْطِه مِثْلُهُ** অর্থাৎ এ ধরনের অন্য কোন তাফসীর লিপিবদ্ধই হয়নি। কায়রোর প্রখ্যাত আলেম যাহিদ ইব্‌ন হাসান আল-কাউসারী আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর বরাতে বলেন **هُوَ مِنْ اَفْيَدِ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ بِالرِّوَايَةِ** 'রিওয়ায়েতের বিশিষ্ট তাফসীরসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণপ্রদ ও উপকারী'।

২। **اَلتَّكْمِيْلُ فِىْ مَعْرِفَةِ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ وَالْمَجَاهِيْلِ** আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী মা'রিফাতিস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফায়ে ওয়াল মাজাহীল'। হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চাল্‌পী তাঁর অমর গ্রন্থ 'কাশফুয যুনূনে' এই গ্রন্থখানির 'আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী আসমাইস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁর 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে এবং 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' নামক অনবদ্য পুস্তকে উপরোক্ত নামেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নাম থেকেই তার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এটি রিজাল শাস্ত্রের (চরিত-অভিধান শাস্ত্র বা রাবীদের জীবনী সংগ্রহ বিজ্ঞান) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল্লামা 'হুসাইনী' দিমাশকীর আলোচনা মতে এই আলোচ্য গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। লেখক এতে হাফিয জামাল ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রাহমান মিয্‌যীর 'তাহযীবুল কামাল' এবং হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' নামক চমৎকার গ্রন্থদ্বয়কে একত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের পক্ষ থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করে বেশ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার স্বয়ং অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

هُوَ اَنْفَعُ شَيْئًا لِلْفَقِيْهِ الْبَارِعِ وَكَذٰلِكَ لِلْمُحَدِّثِ

'আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শাস্ত্রবিদের জন্য যেমন লাভজনক, ঠিক তেমনি মুহাদ্দিসের পক্ষেও উপকারী।

৩। **اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ** 'আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া। ইব্‌ন কাসীর রচিত ইতিহাস বিষয়ক ১৪ খন্ডের এই বিরাট গ্রন্থখানি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। মিসর থেকে একাধিকবার এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এতে সৃষ্টির প্রাথমিককাল থেকে শুরু করে শেষ যুগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার কথা সুন্দরভাবে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। প্রথমে নাবী-রাসূলগণ ও পরে প্রাচীন জাতির তথা বিগত উম্মাতদের বিস্তারিত বিবরণ এবং শেষে সীরাতে নবভীর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। তারপর খিলাফাতে রাশেদা থেকে শুরু করে একেবারে গ্রন্থকারের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সুন্দর ও স্বার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বিধৃত হয়েছে এই পৃথিবীর লয়প্রাপ্তি তথা রোয কিয়ামাতের আলামতসমূহ এবং আখিরাত বা পরজগতের অবস্থার কথাও ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাজী খলীফা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'কাশফুয্ যুনূন' গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অবধারিত মৃত্যুর দুই বছর পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলীকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে এতে সীরাতুন্নাবী অংশকে বেশ চমৎকার ও সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৪। **اَلْهَدْىُ وَالسُّنَنُ فِىْ اَحَادِيْثِ الْمَسَانِيْدِ وَالسُّنَنِ** 'আল-হাদয়ু ওয়াস সুনান ফী আহাদিসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান'। এই গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসানীদ' নামেও প্রসিদ্ধ। এতে 'মুসনাদ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল', 'মুসনাদ বায্‌যার, 'মুসনাদ আবূ ইয়ালা', 'মুসনাদ ইব্‌ন আবী শাইবা' এবং সাহিহায়িন এবং সুনান চতুষ্টয়ের রিওয়ায়াতগুলিকে একত্র করে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৫। **طَبَقَاتُ السَّافِعِيَّةِ** তাবাকাতুশ শাফিঈয়াহ। এই গ্রন্থে শাফিঈ ফকীহদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

৬। **شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ** 'শারহু সাহীহিল বুখারী'। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর বুখারীর এই ভাষ্যটি লিখতে শুরু করেছিলেন এবং এ কাজে বেশ

কিছুদূর তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা' সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

৭। اَلاَحْكَامُ الْكَبِيْرُ 'আল-আহ্‌কামুল কাবীর'। এ গ্রন্থখানিতে তিনি শুধুমাত্র আহ্‌কাম বা অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলিকে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু 'কিতাবুল হাজ্জ' পর্যন্ত পৌঁছে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

৮। اخْتِصَارُ عُلُوْمِ الْحَدِيْث 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী তাঁর 'মিনহাযুল উসূল ফী ইসতিলাহি আহাদীসির্ রাসূল' গ্রন্থে এর নাম اَلْبَاعِثُ الْحَدِيْثُ عَلَى مَعْرِفَةِ عُلُوْمِ الْحَدِيْث 'আল বা'ইসুল হাদীস 'আলা মা'রিফাতে উলূমিল হাদীস' বলে উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লামা ইব্‌নস সালাহ (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরী) লিখিত সুপ্রসিদ্ধ উসূলুল হাদীসের কিতাব 'উলূমিল হাসীস' ওরফে 'মুকাদ্দিমা ইব্‌নুস সালাহ' مُقَدَّمَةُ ابنُ الصَّلاَحِ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর এর স্থানে স্থানে বহু সুন্দর জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে সংযোজন করেছেন।

৯। مُسْنَدُ الشَّيْخَيْنِ 'মুসনাদুস শাইখাইন'। এতে আবূ বাকর (রাঃ) এবং 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) তাঁর 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে আর একখানি 'মুসনাদে উমর' নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ, না কি উপরিউক্ত গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খণ্ড তা সঠিকভাবে জানা যায়না।

১০। اَلسِّيْرَةُ النَّبُوِيَّةُ 'আসসীরাতুন নাবভীয়াহ'। এ একখানি বৃহদাকার উৎকৃষ্ট সীরাত গ্রন্থ।

১১। تَخْرِيجُ اَحَادِيْثِ اَدِلَّةِ التَّنْبِيْهِ 'তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাত তামবীহ'।

১২। مُخْتَصَرُ كِتَابِ الْمَدْخَلِ للامَامِ الْبَيْهَقِىْ 'মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লিল ইমাম বাইহাকী'। এই গ্রন্থের নাম গ্রন্থকার স্বয়ং 'ইখতিসারু

'উলূমিল হাদীস' এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এটি ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন আল বাইহাকী (৪৫৮ হিজরী) কৃত 'কিতাবুল মাদখালের' সংক্ষিপ্ত সার।

১৩। رِسَالَةُ الاجْتِهَادِ فِىْ طَلَبِ الْجِهَادِ 'রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ'। খৃষ্টানরা যখন 'আয়াস' দূর্গ অবরোধ করে সেই সময়ে তিনি এই পুস্তিকাখানি আমীর মনজাকের উদ্দেশে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এটি মিসর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

মোট কথা, তার লিখিত পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীসে রাসূল (সঃ), সীরাতুন্নবী (সঃ), ইতিহাস, ফিক্‌হ শাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী আজও বেশ জনপ্রিয়, সবার কাছে বিশেষ সমাদৃত ও দলমত নির্বিশেষে গ্রহণীয়। প্রায় সকল যুগের ঐতিহাসিকবৃন্দ ও তাফসীরকারগণ তাঁর ইতিহাস ও তাফসীর সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেন।

ইব্‌ন কাসীরের মৃত্যু

অবধারিত মৃত্যুর আগে এই নশ্বর জীবনের শেষভাগে হাফিয ইব্‌ন কাসীর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৩৭২ খৃষ্টাব্দ মুতাবিক ৭৭৪ হিজরীর ২৬ শা'বান রোজ বৃহস্পতিবার এই মহামনীষী অস্থায়ী দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের সেই অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অনুবাদক পরিচিতি

১৯৩৬ সালে বাবলাবোনা নামক এক ছায়া ঢাকা নিভৃত গ্রামে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান এর জন্ম। পিতা অধ্যাপক মওঃ আবদুল গণী সাহেবের কাছেই তার প্রথম হাতে খড়ি। প্রথমে রাজশাহী নবাবগঞ্জের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং পরে ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬২ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ও. এল ডিগ্রী নিয়ে তিনি দাদনচকে প্রথম স্তরের ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তার পিতা আবদুল গণী সাহেবও এককালে ওখানে অধ্যাপনা করতেন।

সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা করার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রভাষক হন। পরবর্তীতে আরাবী বিভাগের সভাপতি, সহযোগী অধ্যাপক এবং সর্বশেষ তিনি অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও তিনি কিছু দিন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৮১ সালের শুরুতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক শহরে একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক।

গতিশীল প্রবন্ধকার হিসাবে ঢাকার ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বিভিন্ন ভাষায় তার প্রবন্ধমালা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে নয়াদিল্লী, বেনারস ও ইসলামাবাদ থেকে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমানের সাহিত্য কর্ম ও রচনা শৈলীর অধিকাংশই ইসলামী সাহিত্যকে নিয়ে অনুবর্তিত। এ নিয়েই তার নশ্বর জীবন হয়ে উঠেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দেশ-বিদেশের বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন শিক্ষায়তন এবং উচ্চতম বিদ্যাপীঠের ম্যাগাজিনে বহু মৌলিক এবং ভাষান্তরিত প্রবন্ধাবলী, নাটিকা, ছোট গল্প ইত্যাদি প্রকাশ পায়। বিগত রাষ্ট্র-বিপ্লব ও গণ-আন্দোলন জনিত ধ্বংস যজ্ঞের শিকার হয়ে তার বেশ কিছু পান্ডুলিপি বিনষ্ট ও অবলুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে।

একাধারে ৪-৫টি ভাষায় সমান পারদর্শী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের প্রায় সবটাতেই তার কিছু না কিছু বই পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি শিশু সাহিত্যেরও চর্চা করে থাকেন। তার লিখা "বটগাছের ভূত", "মৃত্যুর ভয়", ছোটদের ইব্‌ন বতুতা প্রভৃতি লিখাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বিভিন্ন ভাষায় লিখিত তার বইগুলির মধ্যে "মাযামীনে মুজীব" (নয়া দিল্লী থেকে প্রকাশ) 'ইমাম বুখারী' 'ইমাম মুসলিম' 'মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ' 'হযরত ইবরাহীম' 'আল্লামা জারুল্লাহ' 'মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা' 'ইসলামী সাহিত্যে তসলিমুদ্দীন', 'মিসরের ছোট গল্প' 'মার্গারেট', 'স্মৃতিময় শৈশব' 'কুরআন কণিকা' 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস' 'মাদীনার আনসার ও হযরত আবূ আইউব আনসারী', 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা' 'বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা' 'মওঃ মুহাম্মদ জুনাগড়ী (রহঃ), 'নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায', 'ইদ্রিস মিয়া', 'মুহাদ্দিস আযীমাবাদী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্যের দাবীদার। উপরোক্ত বিষয়বস্তুই হচ্ছে তার রচনাশৈলী ও সাহিত্য চর্চার প্রধান উপজীব্য বিষয়।

স্বীয় মাতৃভাষা বাংলায় রচিত তার অধিকাংশ রচনাশৈলীর মাধ্যমে এই ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামী ধারাটিকে সুসমৃদ্ধ ও সরস করে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এভাবে মুসলিম মানস ও ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় বস্তুগুলিকে নতুন আঙ্গিকে প্রথম বারের মতো তিনি বিদগ্ধ পাঠক মহলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। এসব রচনাশৈলী ও সাহিত্যধারা প্রকৃত প্রস্তাবে তার অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা মূলক মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। এ সবের মাধ্যমে বহু অজ্ঞাত ইতিহাস এবং দূর্লভ ও অপ্রাপ্তব্য তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে আমাদের সম্যক পরিচয় ঘটেছে।

একান্তই নিঃস্ব, রিক্ত ও নিঃসহায়দের যুগ যন্ত্রণা বুকের মাঝে পুষে রেখে এক মাত্র আল্লাহর আশীষ ধারাকে রক্ষাকবজ করে শিক্ষকতার মাধ্যমে তার এই ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনের সূত্রপাত ঘটে। প্রায় তিন যুগ ধরে নিরলস শিক্ষাদান ও লাগাতার সাহিত্য সেবাই তার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। বিষয়বস্তুর গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করে তথ্যানুসন্ধানের আজন্ম প্রবণতাই তার সম্মুখ পানে হাজির করেছে পরিশীলিত বাণী আর তার সাহিত্য সৃষ্টিতে যুগিয়েছে বিচিত্র ধরণের মাল-মসলা এবং উপাদান উপকরণ। নিরন্তর সাহিত্য সৃষ্টিতে তার বিচিত্র অর্ন্তদৃষ্টি ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমাহার ঘটেছে উপর্যুপরি প্রকাশিত গ্রন্থমালায়।

অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তিনি প্রথমে উপনীত হয়েছেন গন্ড-গ্রাম-গঞ্জের নিভৃত কোণ থেকে শহরে বন্দরে এবং পরে রাজধানী নগরে, আর সর্বশেষ এসেছেন সুদূর আমেরিকার মাটিতে তথা নিউইয়র্ক নগরীতে। বর্তমানে তিনি এই শহরে এই উচ্চাঙ্গের শিক্ষা কেন্দ্রের (এডুকেশন সেন্টার) পরিচালক।

কিন্তু এই সুদূর প্রবাসের অতি ব্যস্ত এবং সংগ্রাম মুখর জীবনেও তার লেখনী কিংবা সাহিত্য চর্চায় কোন রূপ ছেদ বা ভাটা পড়েনি, বরং তার বলিষ্ঠ কলমের মাধ্যমে তা পূর্বের মতোই রয়েছে চির চলমান এবং সদা আগুয়ান।